15

ভোরের কাগজ

AUG. 2 1 1999

তারিখ ... AUG. 21 1999 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

কৃষি কলেজগুলোকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১০ আগস্ট ১৯৯৯ ভোরের কাগজ-এ প্রকাশিত 'কৃষি কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হোক' চিঠি প্রসঙ্গে সবিনিয়ে জানাই, কৃষি কলেজ দুটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। বিএআরআই তার আইনবলে একটি পরিচালনা বোর্ড (ম্যানেজমেন্ট বোর্ড) দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। কলেজ দুটিকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে হলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উচিত ছিল মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে কলেজ দুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরের বিষয়ে হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর পর বিএআরআই-এর পরিচালনা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গভর্নিং বোর্ডের হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর পর কৃষি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করা এবং হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর পর মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের কোনো এক বৈঠকে উপস্থাপন এবং হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দিনাজপুর/পটুয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে দুটি পৃথক পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন এবং একনেক সভায় অনুমোদন জ্ঞাপন এবং জাতীয় সংসদে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে দুটি পৃথক আইন পাসকরণ।

বিষয়টি আন্তঃমন্ত্রণালয়েভুক্ত হওয়ায় আইন পাসের পরই কেবল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে কৃষি কলেজ দুটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জনবল, সম্পদ, দায়দেনাসহ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে স্থানান্তরের নির্বাহী আদেশ আইনানুগভাবে জারিকরণ। উল্লিখিত আইনানুগ পদক্ষেপসমূহ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একজন বিজ্ঞ সাবেক সচিব হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে কৃষি কলেজ দুটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করে দিনাজপুর/পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার জন্য সার-সংক্ষেপ তৈরি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অযৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কলেজ দুটিকে স্থানান্তরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি সচিবকে একটি আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের মতে, কোনো সচেতন নাগরিক কৃষি কলেজগুলোর বেআইনি সিদ্ধান্তটি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশগুলোর সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার এবং রুলনিশি জারি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বিলুপ্ত দিনাজপুর কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের জমি ও সম্পদসহ হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজে অদ্যাবধি ৫০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং বিলুপ্ত দুমকি সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের জমি ও সম্পদসহ পটুয়াখালী কৃষি কলেজে সরকার অদ্যাবধি ৬০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে। রাজশাহী বিভাগীয় এবং বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চলের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে জাতীয় কৃষি কমিশনের সুপারিশ এবং দেশের চাহিদা সুবিবেচনা করে ভারতের অনুরূপ অত্র কলেজ দুটিকে আঞ্চলিক দুটি পৃথক পৃথক কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করাই যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। অধুনা গাজীপুর জেলার সাবেক ইপসাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে, যা প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু উক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। যদিও তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে নিবেদন, আপনাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল সিদ্ধান্তটি দেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের পরিপন্থী বিধায় তা পুনর্বিবেচনা/বাতিল করে কৃষি কলেজ দুটিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সমীপেও উল্লিখিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন
অ্যাডভোকেট দিদার আলী
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।